দৈনিক বাংলা

তারিখ 07 FEB 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

54

বরিশাল মেডিক্যাল কলেজ

বরিশাল মেডিক্যাল কলেজে কোন পূর্ণাঙ্গ অধ্যক্ষ নেই। সহকারী অধ্যক্ষের পদটি দীর্ঘদিন শূন্য। কিছুদিন যাবত গাইনি, নিউরো মেডিসিন, বায়ো-কেমিস্ট্রি, ফরগেনিক মেডিসিন ও রেডিওথেরাপীতে কোন অধ্যাপক নেই। গাইনি ও রেডিওলজির অধ্যাপকদ্বয় সম্প্রতি বদলি হয়েছেন। গাইনিতে একজন নিযুক্তি পেয়ে তদ্বির করে আবার বদলি হয়ে গেছেন। রেডিওলজিতে নতুন কেউ আসেননি।

এ কলেজটিতে কোনদিন অর্থপেডিক্স, চর্ম, যৌন, ফিজিক্যাল মেডিসিন, সাইকিয়াট্রিক, কার্ডিওলজি, মাইক্রোবাওলজি, নিউরো সার্জারী, নেফ্রোলজি, দাঁত ও এনেসথেসিওলজি বিভাগে অধ্যাপক পদও সৃষ্টি করা হয়নি। কোন কোন বিভাগে সহকারী অধ্যাপক পদ সৃষ্টি হলেও সেখানে কোন দিন কাউকে নিয়োগ দেয়া হয়নি। বায়োকেমিস্ট্রির সহযোগী অধ্যাপক একদা বিদেশে পড়তে গিয়ে ফিরে আসেননি। তাই পদটি আজও শূন্য।

বরিশাল মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের অবস্থা এমন কেন তার নিশ্চয়ই একটি ব্যাখ্যা আছে। কর্তৃপক্ষীয় সূত্রে নিশ্চয়ই দাবি করা যায় যে ইচ্ছা হলেও কোথাও কাউকে আজকাল নিযুক্ত করা সহজ নয়। বদলি করা এখন আর কর্তৃপক্ষের ইচ্ছাধীন নয়। তদ্বিরের দাপটে প্রায় কোন বদলির নির্দেশই বহাল রাখা যায় না। কোন নির্দিষ্ট এলাকায় কোন ডাক্তার পশার জমাতে পারলে আর কোথাও যেতে চায় না। এ অবস্থার শিকার বরিশাল মেডিক্যাল কলেজও হতে পারে তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই।

তবে, এ ছাড়াও প্রশ্ন আছে। প্রশ্নটি হচ্ছে পাকিস্তান আমলে প্রতিষ্ঠিত এই মেডিক্যাল কলেজে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে অধ্যাপক পদ আদৌ সৃষ্টি না হবার খবর সত্যি সত্যিই স্বাভাবিক মনে হয় না। আবার কোন কোন বিভাগে সহকারী অধ্যাপকের পদ থাকলেও বিভাগ চালু না হওয়াও স্বাভাবিক ঘটনা বলে মনে হবার কারণ নেই। এরই পরিপ্রেক্ষিতে নিশ্চই প্রশ্ন উঠতে পারে ঐ কলেজে ঐ সকল বিভাগে কারা পড়াচ্ছেন। কোন্ যোগ্যতায় পড়াচ্ছেন। হাস-পাতালে বিশেষ ধরনের চিকিৎসা কারা করছেন। আদৌ ঐ সকল বিষয় ঐ কলেজে পড়ানো হচ্ছে কিনা বা ঐ ধরনের রোগের চিকিৎসা ঐ হাসপাতালে হচ্ছে কিনা। এ প্রশ্নের জবাব নেতিবাচক হলে বলা যেতে পারে যে বরিশালে কোন পূর্ণাঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ বা হাসপাতালের সুযোগ-সুবিধা নেই।

তবে, এ ব্যাপারে শেষ কথার মালিক সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। বরিশাল বিভাগের এই একমাত্র মেডিক্যাল কলেজ সংলগ্ন হাসপাতালটি পূর্ণাঙ্গ এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ হোক এটাই সকল মহলের কামনা।